AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 27.05.2024 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) ঘূর্ণিঝড় রেমালের তান্ডবে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঝড়ের দাপটে পড়েছে তান্ডবে ২ হাজারের বেশি গাছ। রাজ্য সরকার ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনায় জেলাগুলি থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

এদিকে রেমাল অনেকটাই দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। আজ রাতের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হলেও উত্তরবঙ্গে আগামীকাল পর্যন্ত ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

২) সপ্তম দফার ভোটের আগে রেমালের তান্ডবে ৪৮ টি ভোটকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত। ভোটের প্রচারও ব্যাহত হয়েছে।

৩) দীর্ঘ গরমের ছুটির পর রাজ্যে সরকার ও সরকার পোষিত স্কুলগুলি ১০ ই জুন খুলতে চলেছে।

ঘূর্ণিঝড় রেমালের তান্ডবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত।

রাজ্য সরকার এই ঘূর্ণিঝড়ের রেমালের পর্যালোচনা শুরু করেছে। এব্যাপারে জেলাগুলি থেকে বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সরকারিভাবে এপর্যন্ত জানানো হয়েছে চারজনের প্রাণহানির কথা।

গাছ ভেঙে পড়ে কলকাতার এন্টালি থানা এলাকায় শেখ সাজিদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানায় ৮০ বছরের রেনুকা মন্ডলের মৃত্যু হয়। পূর্ব বর্ধমানে মেমারিতে কলাগাছে জড়িয়ে থাকা বিদ্যুত্-এর তার ছাড়াতে গিয়ে তড়িদাহত হন বাবা ফড়ে সিং। তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলে তরুণও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। একইসঙ্গে বাবা ও ছেলের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া। মহেশতলার নুঙ্গিতে বাড়ির সামনের জমা জলে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার থেকে তাপসী দাস নামে এক মহিলা তড়িদাহত হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। উত্তর ২৪ পরগণার পানিহাটিতেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গোপাল বর্মণ নামে ২২ বছরের ঐ যুবক জমা জলে পড়ে থাকা তারে তড়িদাহত হন।

ক্যানিং-এ গাছ পড়ে একজন গুরুতর আহত হন। তাকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিক হিসাবে জানা গেছে রেমালে রাজ্যের ২৪ টি ব্লক ও শহরাঞ্চলে ৭৯ টি ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ৩০ হাজারেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যে ২ হাজার ৫০০ টি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ২৭ হাজার। যথাযথ সমীক্ষার পর রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে এগুলির জন্য নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জাননো হয়েছে।

এদিকে ঝড়ের তান্ডবে রাজ্যে ২১৪০ টি গাছ ও ১৭০০ টি বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেই ৩০০-এর বেশি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গেছে। তারের ওপর গাছ পড়ে ও খুঁটি উল্টে বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। তবে

সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা দিনরাত কাজ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এদিকে বিদ্যুত্ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, রেমালের প্রভাবে রাজ্যের যেসমস্ত জায়গায় বিদ্যুত্ বিভ্রাট হয়েছিল, তার বেশিরভাগই স্বাভাবিক হয়েছে।

ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে ২০ লক্ষ ৭ হাজার ৬০ জনকে ১ হাজার ৪৩৮ টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৭৭ হাজার ২৮৮ জন বর্তমানে শিবিরে রয়েছেন। বাকিরা বাড়ি ফিরে গেছেন। ত্রাণ সাহায্য বাবদ ১৭ হাজার ৭৩৯টি ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। ৩৪১ টি লঙ্গরখানা থেকে দুর্গতদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

এদিকে, রেমালের ধাক্কায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এক হাজারটি আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে। লট নম্বর ৮-এ জেটিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পূর্ত দপ্তরকে তা মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপের নান্দাভাঙা এলাকায় মুড়িগঙ্গা ও হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর সংযোগ স্থলে প্রায় ৪০০ মিটার নদী বাধে ধস নামে। এই নিয়ে ২৫০ টি পরিবারে কয়েক হাজার বাসিন্দা আতঙ্কিত।

আজও সারাদিন দফায় দফায় ভারি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। আমাদের জেলা সংবাদদাতা জানাচ্ছেন,

বাইট

অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগণাতেও বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার দাপটে বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন ব্যাহত।

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমবেড়িয়ায় গৌড়েশ্বর নদীর প্রায় 100 ফুট বাঁধ বসে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ও সেচদপ্তরের তৎপরতায় দ্রুত মেরামতের

কাজ শুরু হয়েছে। বাঁধের অবস্থা এতটাই বিপদজনক যে কাজ শেষ করতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে। সন্ধ্যার পর থেকে জেনারেটরের আলোয় মেরামতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সন্দেশখালির আতাপুর ও মনিপুর এলাকায় রায়মঙ্গল নদীর জলোচ্ছ্বাসে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ঢুকে যায়। সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেসিবি দিয়ে বাঁধ মেরামতির কাজ চলেছে।

পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী আজ সন্দেশখালির হাটগাছি ও ন্যাজাট এলাকায় বাউনিয়ায় দুর্বল নদী বাধ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি বাধগুলির কংক্রিট করার ব্যাপারে প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আজ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই সন্দেশখালির খুলনা এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানুষজনের অভাব অভিযোগ শোনেন। পরিদর্শন করেন ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধও।

হাসনাবাদে ঘুনি এলাকায় প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০ টি কাঁচা বাড়ির প্রায় ৫০ জন বাসিন্দাকে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের তোড়কোনার কাছে বর্ধমান বোয়াইচন্ডী রোডের ওপর রেমালের দাপটে ভেঙে পড়া বিদ্যুতের খুঁটি টপকে যেতে গিয়ে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দূর থেকে পাতা দিয়ে জড়ানো ঐ খুঁটিটি বুঝতে না পেরে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি পাশের সেচখালে গিয়ে পড়ে। তবে চালক ও আরোহীরা সকলেই অক্ষত রয়েছেন।

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনেও একটি গাছ উপড়ে গাড়ির ওপর পড়ে। গাড়িটির ছাদ ফেটে গেলেও হতাহতরে কোনো খবর নেই।

মালদার মানিকচকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে খেয়া পারাপার এবং নৌকো ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। নৌকোগুলিকে ঘাটে বেধেও রাখা হয়েছে।

নদীয়া জেলায় ঝড় বৃষ্টিতে তিল চাষের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জেলায় এবার প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে এই চাষ হয়েছে।

কৃষ্ণনগর পৌর এলাকায় বিদ্যুত্ না থাকলেও জল সরবরাহ যাতে অব্যাহত রাখা যায়, সেজন্য জেনারেটর চালিয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

হাওড়ায় গাদিয়ারা থেকে শিবগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তায় ভেঙে পড়া গাছগুলি সরানোর জন্য এনডিআরএফ-এর দল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নবগ্রাম, ৫৮ গেট ও গোজালপুর এলাকাতেও এনডিআরএফ-এর পাশাপাশি অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মীরাও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছেন।

কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিতে এখনও জল জমে রয়েছে। পুরসভার সমস্ত নিকাশি পাম্পিং স্টেশন দ্রুত জল সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গায় জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কার প্রেক্ষিতে পুরসভা এলাকায় সবকটি লকগেট সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। মহানগরীতে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জে ২৬৪ মিলিমিটার। ঝড়বৃষ্টিতে ট্রেন ও মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। খারাপ আবহাওয়ার জন্য আজ দুপুরে তিনটি বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে নামতে পারেনি। সেগুলি অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য উড়ান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার কাছ থেকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিত সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরে এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় তিনি বলেন, ঝড় বৃষ্টিতে ফসল ও বাড়ি ঘরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্ভাব্য সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঝড়ে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অবিলম্বে তাদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হবে। নির্বাচনী আচরণ বিধি উঠে গেলে সরকার বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসনের ভূমিকাতে সন্তোষ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ বারবার বিপর্যরে সম্মুখীন হচ্ছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এরাজ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায়নি। সেই কারণেই এই বিপর্য।

বাইট

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরীও বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির অভাবেই সুন্দরবন এলাকার মানুষকে বারবার চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় রেমাল দুর্বল হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। এটি এখন বাংলাদেশের ওপর অবস্থান করছে। আবহাওয়া দপেতর জানিয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ শক্তি হারিয়ে উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ রাতের মধ্যে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপর তা আরও উত্তর-উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে আজ রাত থেকেই পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। আগামীকাল আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে উত্তরবঙ্গে আজ ও আগামীকাল

দুদিন ভারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের ঘূর্ণিঝড় বিশেষজ্ঞ হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানাচ্ছেন,

বাইট

অন্যদিকে ঝড়বৃষ্টিতে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গেছে। কলকাতায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের তুলনায় যা সাড়ে ৮ ডিগ্রি নীচে। সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের ২ দশমিক ২ ডিগ্রি নীচে। গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৯০ মিলিমিটার।

আসন্ন সপ্তম দফার নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও ঘূর্ণিঝড় রেমালের বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ওই দফায় মোট ৪৮টা ভোটকেন্দ্র দুর্যোগের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে। প্রথমিক সমীক্ষার পর উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা দুই জেলা মিলিয়ে এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। বেশিরভাগ বুথেই বুথে জল ঢুকে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব দুই জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভোট প্রস্তুতি নিয়ে ফোনে কথা বলেন।

ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্যে গতকালরে মত আজও প্রচারপর্ব অনেকটাই ব্যাহত হয়।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ তাঁর প্রচার কর্মসূচী আবওহায় কারণে পিছিয়ে দেন।

পরে উত্তর কলকাতার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একটি মিছিল বেলেঘাটার ফুলবাগান থেকে মানিকতলা পর্যন্ত এক মিছিলে যোগ দিয়ে তিনি এতগুলি দফায় ভোট করা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে সরব হন।

বাইট

বিজেপি সুকান্ত মজুমদারের দুটি রোডশো-ই আজ বাতিল হয়েছে। সন্ধ্যায় শহীদ মিনার ময়দানে দলের পক্ষ থেকে এক ড্রোন শো-এর কথা থাকলেও হাওয়ার গতিবেগ অত্যন্ত বেশি থাকায় সেটিও বাতিল করতে হয়।

দীর্ঘ গরমের ছুটির পর রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল গুলি ১০ ই জুন খুলবে। এর আগে তেসরা জুন ওই স্কুল্ গুলি খোলার কথা বলা হলেও স্কুল শিক্ষা দফতরের নতুন এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ জানান হয়েছে, ওইদিনের পরিবর্তে স্কুল খুলবে ১০ জুন।

বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য এও বলা হয়েছে,শিক্ষক শিক্ষিকারা ৩ জুন থেকেই স্কুলে আসবেন। কিন্তু পড়ুয়াদের আসতে হবে দশ তারিখ থেকে। সেদিন থেকেই শুরু হবে পঠন-পাঠন।

উল্লেখ্য, স্কুল শিক্ষা দফতর আগামী সোমবার ৩ জুন রাজ্য সরকারের স্কুলগুলি খোলার কথা বললেও , তখনও ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকাকালীন কিভাবে স্কুল চলবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে অনেক স্কুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের পর্যায়ক্রমে স্কুলে এনে ক্লাস করানো হবে। কোনো কোন ক্ষেত্রে আবার অনলাইন ক্লাস করানোর পরিকল্পনা করা হয়। ভোট চলাকালীন বেশিরভাগ স্কুলেই যখন কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে সেই অবস্থায় কোনোভাবেই

ছাত্রছাত্রীদের সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্লাস করানো সম্ভব নয়। বাহিনী স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পরেও সেগুলোকে ফের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত করে তুলতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। সে কারনেই ছুটির এই মেয়াদ বৃদ্ধি।

---------- ----------